14525 - মুমনিরা কি জান্নাতে তাদরে রবকে দখেবে?

প্রশ্ন

মুমনিরা আখরিাতে তাদরে রবকে দখেতে পাবে এমন কছিু কি প্রমাণতি হয়ছে?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

মহান আল্লাহ দুনয়িাতে মুমনি বান্দাদরেকে কছিু অতরিক্তি নয়িামত প্রদান করছেনে। তনিি তাদরেকে ইসলাম দয়িে অনুগ্রহ করছেনে এবং কুরআনরে মাধ্যমে নর্িবাচতি করছেনে। জান্নাতে তনিি তাদরেকে এর চয়েওে বড় নয়িামত প্রদান করবনে। সটেি হলো তনিি তাদরেকে 'জান্নাতু আদন' এ স্বীয় সুমহান চহোরার দকিে তাকাতে দওেয়ার মাধ্যমে সম্মানতি করবনে। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেনে: "সদেনি কতক চহোরা হবে উজ্জ্বল, তারা তাদরে প্রভুর দকিে তাকাব।ে"[সূরাতুল কয়িামা: ২২, ২৩]

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আল্লাহকে জান্নাতে দখোর ব্যাপারে কুরআন থকেে দলীল:

বান্দাদরে প্রতি আল্লাহর নয়িামত অগণতি। আল্লাহ মুমনি বান্দাদরেকে দুনয়িাতে অতরিক্তি নয়িামত প্রদান করছেনে। তনিি তাদরেকে ইসলামরে নয়িামত প্রদান করছেনে এবং কুরআনরে মাধ্যমে নর্িবাচতি করছেনে। জান্নাতে তনিি তাদরেকে সর্বশ্রষ্ঠে নয়িামত প্রদান করবনে। আর সটেি হলো 'জান্নাতু আদন' এ তাঁর সুমহান চহোরার দকিে দৃষ্টপিাতরে মাধ্যমে সম্মানতি করা। আল্লাহ তাআলা বলনে:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

"সদেকি কতক চহোরা হবে উজ্জ্বল, তারা তাদরে প্রভুর দকিে তাকাব।ে"[সূরাতুল কয়িামা: ২২, ২৩]

অর্থাৎ মুমনিদরে চহোরাগুলো রবরে দকিে তাকানোর কারণে সুন্দর, উজ্জ্বল, আনন্দতি থাকব।ে যমেনটি হাসান রাহমিাহুল্লাহ বলছেনে: "সগেুলো তাদরে রবরে দকিে দৃষ্টপিাত করে তাঁর নূর দ্বারা উজ্জ্বল হয়ছে।ে"

ইবনে আব্বাস রাদয়িাল্লাহু আনহুমা থকেে বর্ণতি: 'সদেকি কতক চহোরা হবে উজ্জ্বল' তনিি বলনে: নয়িামত হসিবেে 'তাদরে

প্রভুর দিকে তাকাবে'। তিনি বলেন: 'তাদের রবের চেহারার দিকে ভালোভাবে দৃষ্টিপাত করবে'। এটা সুন্নাহ ও হাদীসের অনুসারী মুফাস্সিরদের বক্তব্য।

মহান আল্লাহ বলেন:

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

"তারা যা চাইবে তাদের জন্য তাই আছে। আমার কাছে আরো বেশি আছে।"[সূরা ক্বাফ: ৩৫]

এখানে 'বেশি' হলো মহান আল্লাহর চেহারায় তাকানো যেমনটি ব্যাখ্যা করেছেন আলী ও আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।

মহান আল্লাহ বলেন:

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

"যারা ভালো কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং বাড়তি পুরস্কার।"[সূরা ইউনুস: ২৬]

কল্যাণ হলো জান্নাত আর বাড়তি পুরস্কার হলো মহান আল্লাহর চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত। এমনটিই ব্যাখ্যা করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সহীহ মুসলিমে (২৬৬) বর্ণিত আছে, সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন: 'তোমরা কি তোমাদের ওপর আরও একটি অনুগ্রহ বাড়াব?' তারা বলবে: 'আপনি কি আমাদের চেহারাগুলো আলোকোজ্জ্বল করে দেননি, আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দেননি?" তিনি বলেন: এরপর আল্লাহ তা'আলা পর্দা তুলে নিবেন। আল্লাহর দর্শন লাভের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় আর কিছু তাদেরকে দেয়া হয়নি। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন এই আয়াত: "যারা ভালো কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং বাড়তি পুরস্কার।"[সূরা ইউনুস: ২৬]

যেহেতু আপনি জানতে পারলেন যে জান্নাতবাসীদেরকে মহান আল্লাহর চেহারার দিকে তাকানোর চেয়ে প্রিয় আর কিছু দেওয়া হবে না, সেহেতু আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল আল্লাহ যে সমস্ত অপরাধীকে হুশিয়ারি দিয়ে বলেছেন: "কিছুতেই (তাদের কথা সঠিক) নয়, সেদিন তারা তাদের প্রভু থেকে অবশ্যই আড়াল থাকবে।"[সূরা মুতাফ্ফিফীন: ১৫] তাদের জন্য কী ভয়াবহ বঞ্চনা ও বড় মাপের ক্ষতি অপেক্ষা করছে। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করছি।

শাফেয়ী থেকে বর্ণিত অন্যতম সুন্দর একটি বর্ণনা হলো যা তার ছাত্র রবী ইবনে সুলাইমান তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেয়ীর কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তার কাছে একখন্ড মাটির টুকরোতে

প্রশ্ন এসছে: 'আল্লাহর এই বাণী: "কছিুতইে (তাদরে কথা সঠকি) নয়, সদেনি তারা তাদরে প্রভু থকেে অবশ্যই আড়াল থাকব।"[সূরা মুতাফ্ফফিীন: ১৫]-এর ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?' শাফয়েী বললনে: "যহেতেু তনিি অসন্তুষ্ট হয়ে তাদরে থকেে নজিকেে আড়াল করছেনে, এর থকেে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তনিি সন্তুষ্ট থাকার কারণে তাঁর মত্রিরা তাঁকে দখেতে পাব।"

মুমনিরা যে তাদরে রবকে জান্নাতে দখেতে পাবে এ মর্মে এগুলো কছিু দলীল।

আল্লাহকে জান্নাতে দখোর ব্যাপারে সুন্নাহ থকেে দলীল:

এ ব্যাপারে সুন্নাহর দলীল অগণতি। তন্মধ্যে রয়ছেে:

- বুখারী (৬০৮৮) ও মুসলমিে (২৬৭) আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি হাদীস, কছিু মানুষ বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি কয়িামতরে দনি আমাদরে রবকে দখেতে পাবো? তনিি বললনে: "পূর্ণমিার রাতে চাঁদ দখেতে কি তোমাদরে কোনো অসুবধিায় পড়তে হয়?" তারা বলল: না; হে আল্লাহর রাসূল। তনিি বললনে: "মঘে না থাকলে কি সূর্য দখেতে তোমাদরে কোনো কষ্ট হয়?" তারা বলল: না। তনিি বললনে: "নশ্চিয় তোমরা তাঁকে সভোবে দখেব।"... সম্পূর্ণ হাদীস।

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে: "তোমরা ভীড়ে পড়ো না অথবা তোমরা অসুবধিায় পড়ো না" (বর্ণনাকারীর সন্দহে)। অর্থাৎ তোমাদরে কাছে কোন অস্পষ্টতা থাকবে না, তাঁর ব্যাপারে তোমাদরে কোন সন্দহে থাকবে না যে, তোমরা তাঁকে দখো নয়িে একে অন্যরে সাথে মতভদে করবে এবং তাঁকে দখেতে তোমাদরে কোনো ক্লান্তি বা কষ্ট হবে না। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।"[সমাপ্ত][শরহু মুসলমি থকেে সমাপ্ত]

- সহীহ বুখারী (৬৮৮৩) ও মুসলমিে (১০০২) জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: আমরা একদনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সাথে বসে ছলিাম। তনিি চৌদ্দ তারখি রাতরে চাঁদরে দকিে তাকয়িে বললনে: "নশ্চিয় তোমরা তোমাদরে প্রতপিালককে তমেনি স্পষ্ট দখেতে পাবে, যমেন স্পষ্ট ঐ চাঁদকে দখেতে পাচ্ছ। তাকে দখেতে তোমরা কোনো ভীড়রে সম্মুখীন হতে হবে না।"

পূর্বোক্ত হাদীসসমূহে যে সাদৃশ্যরে কথা উল্লখে করা হয়ছেে সটেি হলো দর্শনরে সাথে দর্শনরে সাদৃশ্য। অর্থাৎ আমরা যমেনভাবে মঘেমুক্ত দনিে সূর্যকে স্পষ্ট দখেতে পাই, দর্শকরে সংখ্যা অনকে হলওে সূর্যদর্শনে কউে কারো প্রতবিন্ধক হয় না এবং যমেনভাবে আমরা পূর্ণমিার রাতে পূর্ণাঙ্গ চাঁদ স্পষ্টভাবে দখেতে পাই, দর্শকরে সংখ্যা অনকে হলওে এটি দখোর স্পষ্টতাকে প্রভাবতি করে না; ঠকি অনুরূপ স্পষ্টতার সাথে মুমনিরা তাদরে রবকে কয়িামতরে দনি দখেতে পাব। হাদীসগুলোতে দর্শনীয়রে সাথে দর্শনীয়রে (আল্লাহর) সাদৃশ্য দয়ো উদ্দশ্যে নয়; কারণ আল্লাহর সদৃশ কোন কছিু নইে।

তনিি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

- বুখারী (৪৫০০) ও মুসলমি (৬৮৯০) আবু মুসা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণনা করছেনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "(জান্নাতরে মাঝে) দুটি বাগান থাকবে। এই দুটরি সকল পাত্র এবং এর ভতেররে সকল বস্তু রৌপ্য নর্মিতি হবে এবং (জান্নাতে) আরো দুটি উদ্যান থাকবে। এই দুটরি সকল পাত্র এবং ভতেররে সকল বস্তু সোনার তরৈী হবে। জান্নাতে আদনে জান্নাতী লোকেরা তাদরে রবরে দর্শন পাবে। এই জান্নাতবাসী ও তাদরে রবরে দর্শনরে মাঝে আল্লাহর চহোরার উপর থাকা তাঁর বড়ত্বরে চাদর ছাড়া আর কছিু থাকবে না।"

আল্লাহকে দখোর হাদীস ত্রশি জনরে মত সাহাবী বর্ণনা করছেনে। যে ব্যক্তি এই বর্ণনাগুলো জনেছেনে তনিি নশ্চিয় করে বলবনে য, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি বলছেনে। এরপরও যে দাবি করবে যে আল্লাহকে আখরিাতে দখো যাবে না, সে কুরআনকে মথি্যা প্রতপিন্ন করল, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যা সহকারে পাঠয়িছেনে সটোকে অস্বীকার করল এবং নজিকেে আল্লাহর তীব্র হুশয়িাররি সম্মুখীন করল, যে হুশয়িারি দয়িে আল্লাহ বলছেনে:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ

"কছিুতইে (তাদরে কথা সঠকি) নয়, সদেনি তারা তাদরে প্রভু থকেে অবশ্যই আড়াল থাকবে।"[সূরা মুতাফ্ফফিীন: ১৫] আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও নরিাপত্তা প্রার্থনা করছি। তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি, তনিি যনে আমাদরেকে তার চহোরার দকিে দৃষ্টি দওেয়ার স্বাদ আস্বাদন করার সুযোগ প্রদান করনে। .. আমীন।

সূত্র:

শারহুল আকীদাতলি ওয়াসত্বিয়িযা (১/২০৯ এবং তৎপরবর্তী অংশ)।

শাইখ হাফযি হাকামীর আ'লামুস সুন্নাহ আল-মানশূরাহ (পৃ. ১৪১)।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।